প্রসঙ্গঃ রাসূল সাঃ। ব্যঙ্গচিত্র ও কার্টুন, উদ্দেশ্য ও প্রতিকার

বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, পরোপকার, জনসেবা, জাতির কল্যান, আমানতদারী, ন্যায়-নীতি, সুবিচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সারা আরবে খ্যাত ছিলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। সবাই এক বাক্যে তাকে সম্মান করত, মান্য করত, শদ্ধা করত। কিন্তু নাবুয়্যাত পাবার পর অবস্থা বদলে গেল। এতদিন যারা ভক্ত ছিল, আজ থেকে দুশমন বলে গেল। এতদিন যারা নীতিবান আদর্শবান মানুষ হিসাবে তাকে শ্রদ্ধা করত, তারা পাগল, যাদুকর বলে গালি দিতে শুরু করল। এতদিন যারা সম্মান করে রাস্তা ছেড়ে দিত তারা পাথর মারতে শুরু করল। এর কারন হিসাবে মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ-
আমি জানি: তাদের কথা তোমাকে ভাবনায় ফেলে দেয়। তারা আসলে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। পাপিষ্ঠরা আল্লাহর বিধানের বিরোদ্ধাচরন করছে। (আনয়া'ম: ৩৩)

আল্লাহর কথা চির সত্য। আসলেই পাপিষ্ঠদের শত্রুতা আল্লাহর বিধানের সাথে। তাই যারা আল্লাহর বিধানের প্রতি আহ্বান করে তাদের বিরোদ্ধে আদাজল খেয়ে লাগে বেইমানের দল। তাই আসুন! জেনে নেই: এসব কারা করে এবং এসব অপকর্মের পিছনের এদের উদ্দেশ্য কি?

এসব অপকর্ম কারা করে, কেন করে?
দুই পা, এক মাথা বিশিষ্ট সকল প্রাণীই কিন্তু মানুষ নয়। কিছু আছে মানুষ রূপী অমানুষ। সমাজের শান্তি সৃংখলা নষ্ট করে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ধ্বংস লিলায় তামাশা দেখে তারা আনন্দ পায়। আসলে এরা মানুষ্যত্বের দুশমন, সমাজের দুশমন। শান্তি-ময় বিশ্ব গঠনের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। এরা আল্লাহর দুশমন, রাসূলের দুশমন, ইসলামের দুশমন।

মানুষের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে, শান্ত পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলতে, এক জাতীকে অন্য জাতীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে বিশ্ব-ব্যাপী যুদ্ধের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এসব অপকর্ম করে থাকে শয়তানের চেলারা।

কারা এদের সাপোর্ট দেয়, কেন দেয়?
এদের মত একই স্বভাবের কিছু লোক ছল-চাতুরীর মাধ্যমে সমাজের উচ্ছ আসন দখল করে নিয়েছে। কেহ অসাধু রাজ-নীতির মাধ্যমে নেতা বনে গেছে। কেহ ধোকা-বাজি ও ছল চাতুরী করে হয়ে গেছে খ্যাতমান ব্যবসায়ী। আর কেহ যুচ্ছুরীর বদৌলতে শিল্পপতি বা কোটী পতি বনে গেছে।

এরা সবাই মিলে এসব অপকর্ম কারীদের সাপোর্ট দেয়। কেহ অর্থ দিয়ে, কেহ বুদ্ধি দিয়ে, কেহ আশ্রয় ও সেল্টার দিয়ে। কেহ বিচারের নামে নাটক সাজিয়ে বিশ্ব বাসীর আই ওয়াশ করে। আর চরম বে-আদব, শয়তানরা প্রকাশ্যে রাজ-নৈতিক সাপোর্ট দেয়।
এভাবে নানা জন নানা ভাবে সমর্থন, সাপোর্ট ও সেল্টার দিয়ে এদের উদ্ধত্যপনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।
এসবের পিছনে থাকে উল্লেখিত উদ্দেশ্য সহ আরো অনেক অসৎ উদ্দেশ্য।

এসব অপকর্ম বন্ধে বিশ্ব বাসীর দায়িত্ব ও করনীয়
এসব অপকর্ম বন্ধ করা বিশ্ব বাসীর অন্যতম দায়িত্ব। তা নাহলে বিশ্ব শান্তি নষ্ট হবে। ন্যায় বিচার না পেয়ে মজলুমেরা ক্ষেপে উঠবে। শুরু হবে প্রতিকার ও প্রতিশোধ। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠবে বিশ্ব ময়। জ্বালিয়ে ভষ্ম করবে বিশ্বের শান্তি ও সৃংখলা।

এসব অপকর্ম বন্ধ করতে হলে যা করতে হবেঃ

ক. দুষ্কৃত কারীদের কঠোর সাজা দিতে হবে। যেন কেহ এমন করার সাহস না পায়।
খ. এদের সমর্থন, সাপোর্ট, সেল্টার ও সহযোগিতা কারীদের ধরে দৃষ্ঠান্ত মূলক সাজা দিতে হবে।
গ. এদের আর্থিক উৎস বন্ধ করতে হবে। এবং আর্থিক সহায়তা কারীদের উচিত বিচার করতে হবে।
নিষ্ঠার সাথে এসব পদক্ষেপ নিতে পারলে সব অপকর্ম বন্ধ হবে। ইন্শা আল্লাহ।

বিশ্ব নেতারা এ মহান দায়িত্বে অবহেলা করে যা করছে

কিন্তু এসব দায়িত্ব ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে বিশ্ব মোড়লেরা। এমনকি বর্তমানে নানা ভাবে এদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ফলে দুষ্কৃতি কারীরা উৎসাহ পাচ্ছে। অপকর্ম বেড়ে যাচ্ছে। ফলে নেতাদের বিশ্বস্থতা ও গ্রহন যোগ্যতা প্রশ্ন বিদ্ধ হয়ে উঠছে। মুসলমানরা নেতাদের ভাবছে দুশমন ও ঘৃনার পাত্র হিসাবে। তাই এদের কথায় কর্নপাত করছেনা লোকজন। এরা ভাল কথা বললেও লোকজন সন্দেহের চুখে দেখছে। ভাবছে ধোকা হিসাবে। ফলে সমাজের চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। নেতার প্রতি জনতার ঘৃনা বাড়ছে। জনতা নেতাদের গালি দিচ্ছে, জুতা মারছে, হাত তুলছে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে।

জুল্ম্ ও জুল্মের পার্শ প্রতিক্রিয়া

নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে নেতারা জুলম করছে। জনতা মজলুম হচ্ছে। আর লোকজন যখন নিজেদের মজলুম মনে করে। নেতাদের দুশমন ভাবে। ন্যায় বিচার থেকে নিরাশ হয়ে যায়। তখন আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। চিন্তা করে প্রতিরোধের। গড়ে তুলে নানা সংঘঠন। শুরু করে আন্দোলন।
কেহ অসহ্য ও নিরুপায় হয়ে তুলে নিচ্ছে হাতিয়ার। গ্রহন করছে নানা পন্থা। এভাবে সংঘঠন বড় হচ্ছে। ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে আন্দোলন। চলে যাচ্ছে আয়ত্বের বাহিরে। হয়ত এমন একদিন আসবে যখন জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। নেতাদের নিয়ন্ত্রনের বাহিরে চলে যাবে। নেতারা পালাতে ইচ্ছা করবে। পথ রুখে দাড়াবে জনতা। কিল ঘুষি ও জুতা পেঠাই করে ইতি টানা হবে এ কলংকের।

এজুল্ম থেকে বাঁচার উপায়

বিশ্ব নেতারা যখন অন্যায়কে প্রশয় দিচ্ছে। ন্যায় নীতি নিয়ে তামাশা করছে। মুসলমানদের দুর্বল ভেবে তাদের ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত করছে। তাদের উপর জুলম্ করছে। দুষ্কৃতি কারীদের আশ্রয়, প্রশ্রয়, সহায়তা ও সেল্টার দিচ্ছে। তখন ধরে নিতে হবে এরা আমাদের বন্ধু নয়, নয় আপনজন। তাই নিজেরাই নিজেদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। উপায় বের করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এজন্য সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব পুর্ন হল: জাতীয় ঐক্য।
শুধু আন্দোলনের জন্য পয়েন্ট ভিত্তিক ঐক্য যথেষ্ট নয়। সামাজিক ভাবে ঐক্য বদ্ধ হতে হবে। আর ঐক্যের জন্য নিতে হবে নিম্নে বর্নিত পদক্ষেপঃ-

ক. ব্যক্তি পুজা ও ব্যক্তির অনুকরন বাদ দিয়ে কুর্আন সুন্নাহর অনুকরন করতে হবে।
খ. **আল-ওয়ালা ওয়াল বারা** তথা শত্রু ও মিত্র পরিচয়ে কুর্আনে বর্নিত নীতিমালা মেনে চলতে হবে।
গ. ত্বাগুত্ব ও ত্বাগুত্বের অনুসারীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে তা মেনে চলতে হবে।
ঘ. ফিক্বহ ও ফিকহী ভিন্নমতকে মেনে নেবার মত উদার মনের অধিকারী হতে হবে।
ঙ. শারীআ'হকে ফিকহর উর্দ্ধে রেখে শারীআ'হর নীতি মেনে অন্য মুসলমানকে মূল্যায়ন করা শিখতে হবে।
চ. ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে নিজের সর্বস্ব কুরবান করার মত মন-মানষিকতা গড়ে তুলতে হবে।
ছ. নেতৃত্বের লোভ ও দুনিয়াব স্বার্থ ত্যাগ করে নিজের ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিতে হবে।
এসব নীতির উপর গঠিত ঐক্য কার্যকর হবে এবং যারা এমন করবে তারা সফল হবে ইনশা আল্লাহ।

বর্তমান অবস্থা ও আমাদের করনীয়

বিশ্বের বর্তমান অবস্থা বড়ই কঠিন। এ অবস্থায় উল্লেখিত পদক্ষেপ সহ নিম্নে বর্নিত কিছু কর্ম-সূচী গ্রহন করতে হবেঃ-

ক. দুষ্কৃতি কারী ও তাদের সাহায্য কারীদের সামাজিক বৈকঠ করতে হবে।

খ. এসব জাতী ও কোম্পানী চিহ্নিত করে তাদের সাথে সকল প্রকার ব্যবসা বানিজ্য ও তাদের উৎপাদিত পন্য বর্জন করতে হবে।

গ. দুষ্কৃতি কারী ও তাদের সহায্য কারী নেতা ও কোম্পানী সমূহের ধোকা থেকে সদা সজাগ থাকতে হবে।

ঘ. যেসব কোম্পানী বা জাতী এদের অর্থ যোগান দেয়, তাদের বর্জন করতে হবে।

ঙ. এদের সহায়তা কারী মিডিয়া সমূহ বর্জন করতে হবে। মানে এদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহায়তা বন্ধ করতে হবে। **এসব করতে পারলে একজন মুসলিম হিসাবে নুন্যতম কাজটি করেছি বলে মনে করতে পারব।**